শিশিমের এ্যানথ্রাকনোজশি

শীমের এ্যানথ্রাকনোজ

**উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর**

**রোগ পরিচিতি:**

শীম বাংলাদেশের অন্যতম একটি শীতকালিন সবজী। শীমের বিভিন্ন রোগ এবং পোকার মধ্যে এ্যানথ্রাকনোজ অন্যতম। এটি একটি ছত্রাকজনিত ও বীজবাহিত রোগ। এ রোগের আক্রমণে গাছের ফলন ও বৃদ্ধি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

**রোগের লক্ষণ:**

এ রোগের সংক্রমণে পাতার নিচের পৃষ্ঠে ইটের মত লাল বা বেগুনী রং-এর শিরা দেখা যায় যা ক্রমান্বয়ে কালো রং ধারণ করে। রোগাক্রান্ত গাছের পাতা, কান্ড ও ফলে প্রথমে বাদামী রং-এর পঁচা ক্ষত দেখা যায়। পরে তা বেড়ে গিয়ে গাছ ও ফল নষ্ট করে। কাঁচা ও পাকা উভয় ফলই আক্রান্ত হয়, তবে পাকা ফলে আক্রমণ বেশী হয়। বীজ আক্রান্ত হলে নষ্ট হয়ে মরিচা রং ধারণ করে।

  

ছবি

ছবি: আক্রান্ত পাতা ও ফল

**সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা:**

১। রোগ প্রতিরোধী জাত ব্যবহার করতে হবে।

২। আক্রান্ত জমির বীজ ব্যবহার করা যাবে না। রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হবে ।

৩। বীজ বপনের পূর্বে প্রোভ্যাক্স-২০০ দ্বারা ( ৩ গ্রাম/কেজি হারে) শোধন করা।

৪। বীজতলার মাটি শোধনের জন্য কাঠের গুড়া ( ৬ ইঞ্চি পুরু) বীজতলার মাটির উপর দিয়ে পোড়াতে হবে।

৫। আক্রান্ত পাতা, ফল ও ডগা অপসারণ করতে হবে।

৬। ট্রাইকোডার্মা স্পোর/পাউডার ৩ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ৭ দিন পর পর ৪ বার বীজতলায় স্প্রে

করা।

৭। ট্রাইকোডার্মা স্পোর ব্যবহারের পরেও যদি রোগ দমন না হয় তাহলে রোভরাল প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম

হারে মিশিয়ে ব্যবহার করতে হবে। এক্ষেত্রে স্প্রে করার ৭ দিন পযন্ত ফসল উত্তোলন করা যাবে না।

**তথ্যসূত্র:** বিএআরআই এর কীটতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল।

Av‡iv Z‡\_¨iRb¨:  
cwiPvjK, Dw™¢` msiÿY DBs,wWGB, Lvgvievwo, XvKv-1215| **E-mail:** [**dppw@dae.gov.bd**](mailto:dppw@dae.gov.bd)

we¯ÍvwiZ Rvbvi Rb¨ Avcbvi wbKU¯’ DcmnKvix K…wl Awdmvi A\_ev Dc‡Rjv K…wl Awd‡m †hvMv‡hvM Kiæb